22 APR 2016
8 ... 9

সমকাল

গাজীপুরে স্কুলছাত্র হত্যায় চারজনের মৃত্যুদণ্ড

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে স্কুলছাত্র মামুন হত্যা মামলায় দুই সহোদরসহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড
দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম
আদালতের বিচারক মো. ফজলে এলাহী ভূঁইয়া এ রায় দেন। দণ্ডিতদের
প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়।

এ ছাড়া আরেকটি ধারায় তাদের প্রত্যেককে সাত বছর করে সশ্রম কারাদ
ও পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়
তিন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় দণ্ডিত তিনজন এবং
খালাসপ্রাপ্ত দু'জন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দণ্ডিতরা হলেন- গাজীপুরের পুবাইলের হাড়িরবাড়িরটেক এলাকার মো.
হামিদ ভূঁইয়ার দুই ছেলে শাকিল ভূঁইয়া ও ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, একই
এলাকার আফজাল হোসেন সরকারের ছেলে জামান সরকার এবং কুড়িগ্রামের
রাজারহাট থানার লতাবর গ্রামের মুজিবুর রহমানের ছেলে আবু সাঈম। তাদের
মধ্যে আবু সাঈম পলাতক। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- হাড়িরবাড়িরটেক এলাকার
আফজাল হোসেন সরকার ও তার ছেলে উজ্জ্বল সরকার এবং একই এলাকার
ইদ্রিস আলী খানের ছেলে সুমন খান।

আদালত ও মামলা সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় ভাদুন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম
শ্রেণীর ছাত্র মামুনের বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় জামান সরকার। কিন্তু মামুনের
পরিবার ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জামান। এরই জেরে
২০০৪ সালের ১০ আগস্ট ভোরে মামুনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় জামান।
এরপর থেকে মামুন নিখোঁজ ছিল। তিনদিন পর একই এলাকার মো.
শাহজাহানের বাড়ির টয়লেটের ট্যাঙ্কি থেকে দুই হাত-পা বাঁধা, গলায় কাপড়
প্যাঁচানো, চোখ উপড়ানো অবস্থায় মামুনের লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই রাতেই
তার বাবা মো. হাসান খন্দকার বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ
অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২-৩ জনকে আসামি করে জয়দেবপুর থানায় মামলা
করেন। সিআইডির পরিদর্শক সুলতান মাহমুদ তদন্ত শেষে ৭ জনের বিরুদ্ধে
আদালতে ২০০৬ সালের ১১ মার্চ অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ১৫ জনের
সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানি শেষে গতকাল আদালত এ রায় দেন।